সূরা মুল্‌ক্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৩০
রুকূ ঃ ২

١ تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ۖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ ٢ الَّذِيْ خَلَقَ

১। তাবা-রকাল্লাযী বিইয়াদিহিল্ মুল্‌কু অহুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন্ ক্বদীরু। ২। নিল্লাযী খলাক্বল্

(১) বরকতময় সেই সত্তা, যাঁর হস্তে নিহিত রয়েছে সর্বময় কর্তৃত্ব। তিনি সর্বশক্তিমান। (২) যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করলেন,

الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۙ ٣ الَّذِيْ خَلَقَ

মাওতা অল্ হাইয়া-তা লিইয়াব্‌লুয়াকুম্ আইয়্যুকুম্ আহ্‌সানু 'আমালা-; অহুওয়াল্ 'আযীযুল্ গফূরু। ৩। আল্লাযী খলাক্ব

তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে কে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করার জন্য, তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল। (৩)

سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۭ مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ۭ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ

সাব্'আ সামা-ওয়া-তিন্ ত্বিবা-ক্ব-; মা-তার-ফী খল্‌ক্বির্ রহ্‌মানি মিন্ তাফা-ওয়ুত্; ফার্‌জ্বিঈ'ল্ বাছোয়ার

যিনি সাত আসমানকে সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে, তুমি আল্লাহর এ সৃষ্টিতে কোন খুঁত দেখতে পাবে না, সুতরাং তুমি পুনঃ

هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝ ٤ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا

হাল্ তার-মিন্ ফুত্বূর্। ৪। ছুম্মার্ জ্বি'ইল্ বাছোয়ার কার্‌রতাইনি ইয়ান্‌ক্বলিব্ ইলাইকাল্ বাছোয়ারু খ-সিয়াঁও

দৃষ্টি ফেরাও, কোন ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় কি? (৪) বার বার দৃষ্টি ফেরিয়ে দেখ, সে দৃষ্টি শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে

وَّهُوَ حَسِيْرٌ ۝ ٥ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاۗءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ

অহুওয়া হাসীর্। ৫। অলাক্বদ্ যাইয়্যান্নাস্ সামা — য়াদ্ দুন্‌ইয়া-বিমাছোয়া-বীহা অজ্বা'আল্‌নাহা-রুজ্বূমাল্ লিশ্‌শাইয়াত্বীনি

ফিরে আসবে। (৫) আর আমি নিকটতম আকাশকে প্রদীপসমূহ দ্বারা সুসজ্জিত করেছি এবং সেগুলোকে শয়তানের দিকে

وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ۝ ٦ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۭ وَ

অআ'তাদ্‌না-লাহুম্ 'আযা-বাস্ সা'ঈর্। ৬। অলিল্লাযীনা কাফারূ বিরব্বিহিম্ 'আযা-বু জ্বাহান্নাম্; অ

নিক্ষেপযোগ্য করেছি, তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি তৈরি করে রেখেছি। (৬) রবের অস্বীকারকারীদের জন্য জাহান্নামের

بِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝ ٧ اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ۝ ٨ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ

বি'সাল্ মাছীর্। ৭। ইযা ~ উল্‌ক্বূ ফীহা- সামি'উ লাহা-শাহীক্বঁও অহিয়া তাফূর্। ৮। তাকা-দু তামাইয়্যাযু মিনাল্

আযাব, তা কতই না মন্দ স্থান! (৭) তাতে নিক্ষিপ্ত হলে তারা বিকট শব্দ শুনবে, যা উথ্‌লাতে থাকবে। (৮) ক্রোধে যেন

আয়াত-১ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ) বলেন, 'সূরা মুল্‌ক' কবর আযাব হতে রক্ষা করে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এক ব্যক্তিকে বললেন, আমি কি তোমাকে একটি হাদীস উপহার দিব যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে? সে বলল, হ্যাঁ দিন, তিনি বললেন, সূরা মুলক নিজে পড়, পরিবারের সকল ছেলে-মেয়েকে এবং প্রতিবেশিকেও শিখাও। কেননা এটি শাস্তি হতে নাজাত দিবে এবং কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সাথে ঝগড়া করে জাহান্নামের আগুন হতে নাজাত দিবে। আর এর পাঠকারী কবর আযাব হতে মুক্তি পাবে। রাসূল (ছঃ) বলেন, আমি ভালবাসি যে, আমার প্রত্যেক উম্মতের অন্তরে যেন এই সূরা থাকে। (ফতঃ বয়াঃ) আয়াত-৫ ঃ কাতাদাহ্ (রাঃ) বলেন, তিন উদ্দেশে তারকারাজী সৃষ্টি করা হয়েছে (১) আসমানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা, (২) শয়তানদেরকে দূরীভূত করা, (৩) পথিকের দিক নির্দেশনার জন্য। (ইবঃ কাঃ)

Readsurahmulkonline.com

الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَآ أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٩﴾ قَالُوا بَلَىٰ

গাইজ্; কুল্লামা ~ উল্ক্বিয়া ফীহা- ফাওজুন্ সায়ালাহুম্ খাযানাতুহা ~ আলাম্ ইয়া'তিকুম্ নাযীর্। ৯। ক্বা-লূ বালা-
জাহান্নাম ফেটে পড়বে, নিক্ষিপ্ত দলকে রক্ষীরা বলবে, তোমাদের কাছে কি সতর্ককারী আসে নি? (৯) তারা বলবে, নিশ্চয়

قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ۚ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَٰلٍ كَبِيرٍ ✫

ক্বদ্ জ্বা — য়ানা নাযীরুন্ ফাকায্যাব্না-অক্বুল্না-মা-নায্যালাল্লা-হু মিন্ শাইয়িন্ ইন্ আন্তুম্ ইল্লা-ফী দ্বোয়ালা-লিন্ কাবীর্।
সতর্ককারী এসেছে, কিন্তু আমরা মানি নি। বলেছি, আল্লাহ কিছুই নাযীল করেন নি, তোমরা মহা বিভ্রান্তিতে পড়ে আছ।

﴿١٠﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيٓ أَصْحَٰبِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾ فَاعْتَرَفُوا بِذَنۢبِهِمْ ۚ

১০। অক্বা-লূ লাও কুন্না নাস্মা'উ আও না'ক্বিলু মা-কুন্না ফী ~ আছ্হা-বিস্ সা'ঈর্। ১১। ফা'তারাফূ বিযাম্বিহিম্
(১০) আর তারা বলবে, যদি কথা শুনতাম বা বুঝতাম, তবে আমরা জাহান্নামী হতাম না। (১১) অনন্তর তারা তাদের

فَسُحْقًا لِّأَصْحَٰبِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ

ফাসুহ্ক্বল্ লিআছ্হা-বিস্ সা'ঈর্। ১২। ইন্নাল্লাযীনা ইয়াখ্শাওনা রব্বাহুম্ বিল্গইবি লাহুম্ মাগ্ফিরতুঁও
অপরাধ স্বীকার করবে। ধিক্কার দোযখীদের প্রতি! (১২) নিশ্চয়ই যারা না দেখে তাদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য ক্ষমা

وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٣﴾ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِۦٓ ۖ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٤﴾ أَلَا

অআজ্বরুন্ কাবীর্। ১৩। অআসিররূ ক্বওলাকুম্ আওয়িজ্বহারূ বিহ্; ইন্নাহূ 'আলীমুম্ বিযা-তিছ্ ছুদূর্। ১৪। আলা-
ও মহাপুরস্কার। (১৩) আর তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বল বা প্রকাশ্যে বল, তিনিই তো অন্তর্যামী। (১৪) তিনি কি

يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٥﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا

ইয়া'লামু মান্ খলাক্ব্; অহুওয়াল্ লাত্বীফুল্ খবীর্। ১৫। হুওয়াল্লাযী জ্বা'আলা লাকুমুল্ আর্দ্বোয়া যালূলান্
জানেন না, যিনি সৃষ্টি করলেন? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, জ্ঞাতা। (১৫) তিনিই তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন ব্যবহারযোগ্য

فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٦﴾ ءَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَآءِ

ফা ম্শূ ফী মানা-কিবিহা-অকুলূ মির্ রিয্ক্বিহ্; অইলাইহিন্ নুশূর্। ১৬। আ আমিন্তুম্ মান্ ফিস্ সামা — য়ি
তোমরা দিগন্তে বিচরণ কর, রিযিক্ খাও, তারই কাছে যাবে। (১৬) তোমরা কি নিশ্চিত হয়েছ যে, আকাশে যিনি আছেন

أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿١٧﴾ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ

আইঁয়্যাখ্সিফা বিকুমুল্ আর্দ্বোয়া ফা ইযা-হিয়া তামূর। ১৭। আম্ আমিন্তুম্ মান্ ফিস্ সামা — য়ি আইঁ ইয়ুর্সিলা
তিনি তোমাদেরকেসহ ভূমি ধসাবেন না আর তা কাঁপবে; (১৭) না কি নিশ্চিত যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি কংকর

عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٨﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

'আলাইকুম্ হা-ছিবা-; ফাসাতা'লামূনা কাইফা নাযীর্। ১৮। অলাক্বদ্ কায্যাবাল্ লাযীনা মিন্ ক্বব্লিহিম্
বর্ষাবেন না? বুঝবে, সুতরাং শীঘ্রই কেমন সতর্ককারী ছিল! (১৮) আর পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছিল, ফলে কেমন হয়েছিল

Readsurahmulkonline.com

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَٰٓفَّٰتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا

ফাকাইফা কা-না নাকীর্। ১৯। আওয়া লাম্ ইয়ারও ইলাত্ব্ ত্বোয়াইরি ফাওক্বহুম্ ছোয়া — ফ্ফা-তিঁও অইয়াক্ব্ বিদ্ব্ন্; মা -

আমার শাস্তি! (১৯) তারা কি সেসব পাখির প্রতি তাকায় না যারা ডানা সম্প্রসারণকারী ও সংকোচনকারী ? দয়াময়

يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَىْءٍۭ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِى هُوَ جُندٌ لَّكُمْ

ইয়ুম্সিকুহুন্না ইল্লার্ রহ্মা-ন্; ইন্নাহূ বিকুল্লি শাইয়িম্ বাছীর্। ২০। আম্মান্ হা-যাল্ লাযী হুওয়া জুন্দুল্ লাকুম্

আল্লাহই তাদের শূন্যে স্থির রাখেন, তিনি সর্বদ্রষ্টা। (২০) দয়াময় (আল্লাহ) ছাড়া আর কারো এমন সৈন্য আছে কি, যে

يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ ۚ إِنِ الْكَٰفِرُونَ إِلَّا فِى غُرُورٍ ﴿٢٠﴾ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِى

ইয়ান্ছুরুকুম্ মিন্ দূনির্ রহ্মা-ন্; ইনিল্ কা-ফিরূনা ইল্লা-ফী গুরূর্। ২১। আম্মান্ হা-যাল্ লাযী

তোমাদের সাহায্য করবে? নিশ্চয়ই কাফেররা বিভ্রান্তিতির মধ্যে আছে। (২১) তিনি যদি তোমাদের রিযিক্ বন্ধ করেন, তবে

يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُۥ ۚ بَل لَّجُّوا فِى عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾ أَفَمَن يَمْشِى مُكِبًّا عَلَىٰ

ইয়ার্যুক্কুকুম্ ইন্ আম্সাকা রিয্কাহূ বাল্ লাজ্জূ ফী 'উতুয়িও অনুফূর্। ২২। আফামাইঁ ইয়াম্শী মুকিব্বান্, 'আলা-

কে তোমাদেরকে রিযিক দান করবে? মূলতঃ এরা বিদ্রোহ ও ঘৃণায় মত্ত। (২২) আচ্ছা বলতো যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখে ভর

وَجْهِهِۦٓ أَهْدَىٰٓ أَمَّن يَمْشِى سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾ قُلْ هُوَ الَّذِىٓ أَنشَأَكُمْ

ওয়াজ্হিহী ~ আহ্দা ~ আম্মাইঁ ইয়াম্শী সাওয়িয়্যান্ 'আলা-ছির-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম্। ২৩। ক্বুল্ হুওয়াল্ লাযী ~ আন্ শায়াকুম্

দিয়ে চলে, সে কি সঠিক, না কি যে ব্যক্তি সোজা হয়ে সরল পথে চলে? (২৩) আপনি বলে দিন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَٰرَ وَالْأَفْـِٔدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِى ذَرَأَكُمْ

অজ্'আলা লাকুমুস্ সাম্'আ অল্ আব্ছোয়া-র অল্ আফ্য়িদাহ্; ক্বলীলাম্ মা-তাশ্কুরূন্। ২৪। ক্বুল্ হুওয়াল্ লাযী যারয়াকুম্

এবং তোমাদের কান, চোখ ও অন্তকরণ দিয়েছেন, তোমরা কমই কৃতজ্ঞ। (২৪) আপনি বলে দিন, তিনি তোমাদেরকে যমীনে

فِى الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

ফিল্ আর্দ্বি অইলাইহি তুহ্শারূন্। ২৫। অইয়াক্বূলূনা মাতা- হা-যাল্ ওয়া'দু ইন্ কুনতুম ছোয়া-দিক্বীন।

ছড়ালেন, তাঁরই কাছে তোমরা একত্রিত হবে, (২৫) আর তারা বলে এ প্রতিশ্রুতি কবে পুরণ হবে, যদি সত্যবাদী হও।

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيٓـَٔتْ

২৬। ক্বুল ইন্নামাল্ ই'ল্মু ই'ন্দাল্লা-হি ইন্নামা ~ আনা নাযীরুম মুবীন। ২৭। ফালাম্মা- রায়াওহু যুল্ফাতান্ সী — য়াত্

(২৬) বলুন, এ জ্ঞান আল্লাহর কাছে, আমি তো সতর্ককারী মাত্র। (২৭) অনন্তর যখন তা নিকটবর্তী হতে দেখবে, তখন কাফেরদের

আয়াত-২১ঃ এটি মু'মিন ও কাফিরের উপমা। দুনিয়াতে মু'মিন সরল পথে চলে, আর কাফির বক্র পথে। পরকালেও মু'মিন সরল পথে বেহেশতে পৌছে যাবে, আর কাফির উপুড় হয়ে মুখের উপর ভর করে জাহান্নামে পড়বে। ছহীহ্ হাদীসে আছে, কেউ জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! মানুষকে মুখের উপর ভর দিয়ে কিভাবে উঠানো হবে? তিনি বলেন, যিনি তাদেরকে পা দ্বারা চালিয়েছেন তিনি মুখের উপর ভর দিয়েও চালাতে সক্ষম। (ইব্ঃ কাঃ) আয়াত-২৮ঃ এর অর্থ আমরা ঈমানের কারণে আল্লাহর আযাবকে ভয় করি এবং তাঁর রহমতের আশা রাখি। তোমরা বল তো দেখি, কুফুরীর কারণে তোমরা কি করবে? এ আয়াতে কাফিরদেরকে বড় ধমক প্রদান করা হয়েছে। (জাঃ বয়াঃ ও ফতঃ বয়াঃ)

Readsurahmulkonline.com

وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴿٢٧﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ

উজ্বুহুল্ লাযীনা কাফারূ অক্বীলা হা-যাল্ লাযী কুন্তুম্ বিহী তাদ্দা'উন্ । ২৮। কুল্ আরয়াইতুম্
মুখ বিবর্ণ হয়ে যাবে; তাদেরকে বলা হবে, এটাই তো তোমরা চাচ্ছিলে। (২৮) আপনি বলে দিন, তোমরা এটা বলে দাও,

إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ

ইন্ আহ্লাকানিয়াল্লা-হু অমাম্ মা'ইয়া আও রহিমানা-ফামাইঁ ইয়ুজ্বীরুল্ কা-ফিরীনা মিন্ 'আযা-বিন্
যদি আল্লাহ আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করে দেন বা দয়া করেন, তবে কাফেরদেরকে কে রক্ষা করবে মর্মন্তুদ

أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ

আলীম্। ২৯। কুল্ হুওয়ার্ রহ্মা-নু আ-মান্না- বিহী অ'আলাইহি তাওয়াক্কাল্না-ফাসাতা'লামূনা মান্ হুওয়া ফী দ্বোয়ালা-লিম্
শাস্তি হতে? (২৯) আপনি বলে দিন, তিনি পরম দয়াময়, আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি ও তাঁর উপর ভরসা করি; শীঘ্রই তোমরা

مُّبِينٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ ﴿٣٠﴾

মুবীন্। ৩০। কুল্ আরায়াইতুম্ ইন্ আছ্বাহা মা — য়ুকুম্ গওরন্ ফামাইঁ ইয়া'তীকুম্ বিমা — য়িম্ মা'ঈন্।
জানবে কে স্পষ্ট ভ্রান্ত। (৩০) বলুন, পানি যদি ভূগর্ভে চলে যায়, তবে এমন কে আছে যে, তোমাদেরকে পানি দিবে?

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সূরা মুল্‌ক এর ফজিলত

(১) রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি **প্রতিরাতে** সূরা মুলক পাঠ করবে, আল্লাহ্ তাকে **কবরের আযাব** থেকে **মুক্তি** দিবেন। — নাসাই

(২) নবী করীম (সঃ) সূরা মুলক পাঠ করা ছাড়া নিদ্রা যেতেন না। — তিরমিজি

(৩) রাসূল (সঃ) বলেন, আমি ভালবাসি যে, আমার প্রত্যেক উম্মতের অন্তরে যেন সূরা মুলক (মুখস্ত) থাকে। — ছহীহ নূরানী কোরআন শরীফ